ব্রি ধান৫৪

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৫৪ বাংলাদেশের উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে ও মাঝারি নিচু অঞ্চলে রোপা আমন মৌসুমে চাষাবাদ উপযোগী একটি জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১০ সালে এ জাতটি উদ্ভাবন করে এবং জাতীয় বীজ বোড কর্তৃক অনুমোদন পায়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এটি একটি আগাম জাত।
- জাতটি লবণ সহনশীল।
- গাছের উচ্চতা ১১৫ সেমি।
- চাল মাঝারি মোটা।
- এক হাজার ধানের ওজন ২৬গ্রাম।
- চালে প্রোটিনের পরিমান ৭.০%।
- চালে এম্যাইলোজের পরিমাণ ২৪.৭%।

ব্রি ধান৫৪

এ জাতের বিশেষ জীবনকাল

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ৮.৫ লাখ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা রয়েছে। লবণাক্ততায় বিশেষ করে উফশী ধানের চাষ বিঘ্নিত হয়। বর্ধনশীল ও প্রজনন পর্যায়ে ব্রি ধান৫৩, ৮-১০ ডিএস/মিটার অর্থাৎ মধ্যম মাত্রায় লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। এমতাবস্থায় ব্রি ধান৫৩ চাষ করে স্থানীয় জাতের চাইতে অন্তত দ্বিগুণ ফলন পাওয়া যাবে। অন্যান্য অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে ও জাতটি আবাদযোগ্য।

জীবনকালঃ এ জাতের গড় জীবনকাল ১৩৫ দিন।

ফলন ঃ গড়ে হেক্টরে ৫.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন জাতের মতই। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১০ থেকে ৩০ আষাঢ় পর্যন্ত অর্থাৎ (২০ জুন থেকে ১৫ জুলাই)

২. **চারার বয়সঃ** ৩০-৪০ দিন

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৪.১

ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
২৪	৮	১৪	৯

৪.২ জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

*** ডিএপি সার ব্যবহার করলে সবক্ষেত্রেই প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে**

৫. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৫৪ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ।

৬. **আগাছা দমনঃ** রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

৮. **ফসল কাটা ঃ** ১৫ থেকে ৩০ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (৩০ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd